যায়যায়দিন

তারিখ ... JUN 08 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দাঁতভাঙা বাংলা বই

ঘৃত, কৃষ, অমৃত, আবৃত, কষ্টি, মৃগ, মৃদঙ্গ, ভূষণ-এর মতো কঠিন ও অপ্রচলি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে ক্লাস ওয়ানের বাংলা বইয়ে।

'আমার বাংলা বই- প্রথম ভাগ' নামের বইটিতে যুক্তাক্ষরসহ প্রায় ১৬শ' শ রয়েছে, যেগুলো পাঁচ/ছয় বছর বয়সী শিশুদের পক্ষে বোঝা বা মনে রাখা সহ নয়। এটা এডুকেশন এক্সপার্টদের ওপিনিয়ন। বইয়ের ছবি এবং ইলাস্ট্রেশন শিশুদের আকৃষ্ট করার মতো নয়।

একজন শিশুকে মানসিক, শারীরিক ও আবেগগতভাবে তৈরি করে তোলার জ যে বিষয়গুলো থাকা দরকার সেসব বইটিতে নেই বলেও এক্সপার্টরা মত প্রকা করেছেন।

ক্লাস ওয়ানের বাংলা বইয়ে শুধু নয়, আমাদের দেশের কিন্ডারগার্টেন এবং বি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেও শিশুদের ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি পাঠ্যবই ও সিলেব চাপিয়ে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে হিতে বিপরীত হচ্ছে। শিশু শৈশবেই পড়ালেখার প্রতি নেগেটিভ ধারণা নিয়ে নিচ্ছে। তাদের আসলে বা করা হচ্ছে।

বই লেখার ক্ষেত্রে শিশুদের আবেগ ও ধারণক্ষমতাকে বিবেচনায় আনা দরকা তা না হলে শিক্ষা জীবনের শুরুতেই পড়ালেখার প্রতি শিশুদের মনে ভয় অনিচ্ছা ঢুকে যাবে।

আনন্দ ও হাসিখুশির মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার জন্য শিশুদের পাঠ্যবইয়ের ছবি মেকআপের দিকে জোর দিতে হবে। এতে পড়ালেখার প্রতি শিশুদের আক বাড়বে। কিন্তু এই কাজগুলো করা যাদের দায়িত্ব তারা আদৌ বিষয়গুলো নি ভাবছেন কি না সন্দেহ।

২০০৭ সালের শুরুতে ক্লাস ওয়ানের শিশুদের উপযুক্ত পাঠ্যবই রচনার জ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপ্রস্তক বোর্ডকে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে।